দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

FEB. 01 2002

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের ৫ মাইলের মধ্যে সকল মসজিদ মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার ষড়যন্ত্র

মহসিন মিলন ।। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার সীমান্তবর্তী এলাকায় ৫ মাইলের ভেতর মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা ও মসজিদ বন্ধ করে দেয়ার জন্য নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সাম্প্রতিককালের আমেরিকান সেন্টারে হামলার পর ব্যাপক তদন্ত শেষে সরকারকে বলেছে, এখানকার ৫ শতাংশ মসজিদ ও মাদ্রাসায় দেশবিরোধী কাজ হয়ে থাকে। গোয়েন্দারা বলছে, মালদহে এমনসব কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে যা সত্যিই উদ্বেগজনক। আনন্দবাজার পত্রিকার খবরে বলা হয়, রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশে এই রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মাদ্রাসা ও মসজিদ নিয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে গোয়েন্দারা। ইতোমধ্যে উঃ দিনাজপুরের রিপোর্টে বলা হয় বর্তমানে সেখানে মাদ্রাসার সংখ্যা ৫৪১টি/১৯৯৫ সালের শেষ নাগাদ সেখানে মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ১৫২টি। একই সময় মসজিদের সংখ্যা ছিল ৯৩১টি তা বেড়ে হয়েছে ১৪১০। গোয়েন্দাদের মতে, মাদ্রাসায় বিদেশ থেকে নিয়মিত টাকা এসেছে তার তালিকাও তৈরী করা হয়েছে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মাদ্রাসা ও মসজিদ বন্ধ করে দেয়ার পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছেন। রাজ্যের বামফ্রন্ট

৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে মসজিদ মাদ্রাসা

৮-এর পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান বিমান বসু মাদ্রাসায় কি শিক্ষা দেয়া হয় তার খোঁজ-খবর নেয়া এবং গ্রামে গ্রামে সিপিএম ক্যাডাদের নিয়ে যে বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছে তার সমর্থন আদায়ের জন্য অন্য শরীকদলগুলোর সঙ্গে আলোচনা জন্য একটি বৈঠক ডেকেছেন। এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের বিদ্রোহী নেতা অজিত পাজাও বলেছেন, শুধু মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কেন যে কোন বিদ্যালয়ে দেশদ্রোহী কাজ হবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা স্টুডেন্টস এ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ কামরুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন, সরকার প্রমাণ দিক মাদ্রাসাগুলো এবং তার শিক্ষকরা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। অন্যথায় আমরা আন্দোলনে যাবো। বন্ধ-এর ডাকের পাশাপাশি ভোট বয়কটের ডাকও দেয়া হবে। কলিকাতা রানি রাশমনি রোডে এই সংগঠনের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ হয়েছে গতকাল। রাজ্য সরকারের এ ধরনের হটকারী সিদ্ধান্তের ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে সংখ্যালঘু মুসলমানদের মাঝে চাপা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। জেলা প্রশাসনের অনুমতি ছাড়াই ৫০০ বেআইনী মসজিদ তৈরী হয়েছে বিভিন্ন সীমান্তে। মসজিদ ও মাদ্রাসায় তালিকা তৈরীর পর মার্চ মাসের পরেই ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার। এর মধ্যে মুর্শিদাবাদে ৫০৭, মালদাহে ৬৮, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫০, উত্তর ২৪ পরগনা ৪৫, হুগলিতে ৩৬, বর্ধমানে ৩৪, মেদেনীপুরে ৩২, হাওড়ায় ২৮, বীরভূমে ২৮, কুচবিহারে ২৩, উঃ দিনাজপুরে ১০, নদিয়ায় ১৮, বাকুড়ায় ১০, জলপাইগুড়িতে ৮, কলকাতায় ১০টি মাদ্রাসা ছাড়া অন্য সব মাদ্রাসায় নাকি দেশবিরোধী কাজ হচ্ছে।